R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত *শরৎচন্দ্র পণ্ডিত* (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে চৈত্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।
৮ই এপ্রিল, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

নতুন টেণ্ডারেও আমুহা ঘাট স্বাভাবিক হল না

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা ব্যারেজের নিয়ন্ত্রণে আমুহা ফ্রী ফেরী ঘাটে আবার অশান্তি দেখা দিয়েছে। অশান্তির মূল নায়ক অদৃশ্য ইজারাদার জগন্নাথ চৌধুরী। এই ইজারাদারের গাফিলতিতে গত বছর ২২ অক্টোবর আমুহা ঘাটে এক মর্মান্তিক নৌকাডুবিতে প্রায় ৬০ জন প্রাণ হারান। জগন্নাথ চৌধুরী পারাপার বন্ধ রেখে গা ঢাকা দেয়। সেই সময় স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে জঙ্গীপুর পুরসভার পুরপতি জঙ্গীপুরের জনৈক জগদীশ মুন্দ্রাকে দিয়ে দৈনিক ১৩০০ টাকার বিনিময়ে সাময়িকভাবে ঘাট চালু করেন। সে সময় স্থানীয় গ্রামবাসীরা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী রেখেছিলেন স্বনামে বা বেনামে জগন্নাথ চৌধুরীকে যেন এই ঘাটের ইজারা আর না দেওয়া হয়। প্রতি বছর ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ টেণ্ডারের মাধ্যমে এই ঘাটের ইজারা দেয়। গত বছর এই দায়িত্বে ছিল বাসুদেবপুর কৃষি উন্নয়ন (৩য় পৃষ্ঠায়)

এলাকার দুটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল বাদ দিয়ে মাধ্যমিক স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : এ বছর গত ৭ এপ্রিল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এলাকার মোট চারটি কেন্দ্র—জঙ্গিপুর গার্লস, জঙ্গিপুর স্কুল, রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ ও জঙ্গিপুর কলেজে পরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে জঙ্গিপুর গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা যথেষ্ট না থাকা এবং স্কুলটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম না থাকায়, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত করায় শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমযুক্ত স্কুল রঘুনাথগঞ্জ গার্লস ও মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়নি। এ বছর বাড়ালা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলেও কাউন্সিলের সিদ্ধান্তক্রমে পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়নি। মির্জাপুর স্কুল সূত্রে খবর, গত ৩/১২/৯৭ হায়ার সেকেণ্ডারী কাউন্সিল থেকে তাদের স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত বলে একটি পত্র (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর মহকুমায় বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে ঢোকার ঢেউ

ধুলিয়ান : গত ৫ এপ্রিল সমসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক জনসভা হয়। জেলা নেতা সেখ ফুরকান, অশোক দাস এবং রাজ্যনেতা সুভাশিষ রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং অফিস গৃহের উদ্বোধন করেন। সমসেরগঞ্জ ব্লকের প্রায় দুই শতাধিক ফরওয়ার্ড ব্লকের ও কংগ্রেসের প্রায় তিন শতাধিক নেতা ও কর্মি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেস, সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তাঁরা অনেকেই প্রথম সারির নেতা। রুস্তম আলী প্রাক্তন প্রধান, তপন সরকার সমসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ, সহিদুল আলম সিপিএমের বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য। কংগ্রেসের রামপ্রসাদ মণ্ডলও একজন পোড় খাওয়া নেতা। এতদঞ্চলে বঞ্চিত, নির্যাতিত জনগণের সমর্থন এই নেতাদের পক্ষেই। সভায় বিভিন্ন বক্তা সিপিএমের পঞ্চায়েতের টাকা নয় ছয় থেকে শুরু করে নানা ধরনের দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণের বহু তথ্য তুলে ধরেন। সিপিএমের আচারে, ব্যবহারে (৩য় পৃষ্ঠায়)

হোটেল থেকে বাঙ্গলাদেশী গুপ্তচর গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : ৩ এপ্রিল রাতে ফুলতলার একটি হোটেল থেকে স্থানীয় থানার পুলিশ আবুল কাশেম চৌধুরি (৬০) নামে এক বাংলাদেশীকে পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থার এজেন্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। সে তিন মাস ধরে ঐ হোটেলে অবৈধভাবে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা ঐ লোকটি ঠগ্‌বাজ এবং চরিত্রহীন। সে ওখানে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে বিয়ে করে পরে ছেড়ে দেয়। এখানে পালিয়ে এসে উঃ দিনাজপুরের করণদীঘিতে আবার বিয়ে করে একই ঘটনা ঘটায়। সেখান থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নেয়। সে আশঙ্কা করছে, বাংলাদেশে ফিরলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

রেগুলেটেড মার্কেটের কর্মীদের জুলুমের শিকার এক ট্রাক খালাসি

ফরাক্কা : সম্প্রতি বিকেলে কলিকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের মোহদিপুরগামী একখানি মাল বোঝাই লরিকে (নং A M N 2615) ফরাক্কা রেগুলেটেড মার্কেটের চেক পোষ্ট কর্মিরা আটকিয়ে কাগজপত্র দেখার পরও মোটা টাকা নাকি দাবী করে। ট্রাক বোঝাই মাল এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের থাকায় ড্রাইভার টাকা দিতে অস্বীকার করে গাড়ী ছেড়ে দিলে রেগুলেটেড মার্কেটের দু'জন কর্মি গাড়ীর খালাসীকে ধরে মারতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে খালাসি চলন্ত লরিতে উঠতে গিয়ে পিছনের চাকার নীচে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। সেই সময় রেগুলেটেড মার্কেটের চেকপোষ্টে ৭/৮ জন কর্মি ডিউটিরত ছিল। কিন্তু হাজিরা খাতায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে চৈত্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।

কীসের ইঙ্গিত ?

সাম্প্রতিক খবরে জানা যায় যে, এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের মধ্যে নাকি কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য নাকি করিয়াছেন।

এই বিরূপ মন্তব্যের উপলক্ষ 'বাংলা বাঁচাও ফ্রন্ট', যাহার আহ্বান তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। এই ফ্রন্ট তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি জোট লইয়া গঠিত হইবার কথা। বিজেপির'র রাজ্য সভাপতি এই ফ্রন্টে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর আধিপত্য মানিতে নারাজ বলিয়া জানা যায়। আর সেই প্রসঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর সম্বন্ধে বিজেপি রাজ্য দলের পক্ষ হইতে কিছু কিছু কথা বলা হইয়াছে যাহা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের কর্ণগোচর হইয়াছে। তাই বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিজেপি'র রাজ্য নেতাকে বুঝিয়া-সুঝিয়া চলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সংবাদে ইহাকেই 'আলটিমেটাম' বলা হইয়াছে। বিজেপি'র রাজ্য নেতৃত্ব উল্লেখিত বাংলা বাঁচাও ফ্রন্ট মানিয়া লইতে নারাজ।

বিষয়টি তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির কানে উঠিয়াছে। তাঁহার মতে বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব না পাওয়ার জন্য এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী হয়ত এইজন্য কোন সুপারিশ না করার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া বাংলা বাঁচাও ফ্রন্ট-এ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর নেতৃত্ব মানিতে চাহেন না।

কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর যে ষ্ট্যাণ্ড, তাহার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নাই। তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তিনি অথবা তাঁহার দলের কোনও এমপি কেন্দ্রীয়মন্ত্রিত্ব লইতে চাহেন না। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক স্বার্থ রক্ষা করিতে চাহেন এবং এইজন্য কাজ করিয়া যাইতে চাহেন। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যস্তরের কোন নেতাকে মন্ত্রী করিবেন কি করিবেন না, তাহা এই দলের ব্যাপার, তৃণমূল কংগ্রেস দলের নহে। জানা গিয়াছে যে, এই রাজ্যে জনগণের জন্য কাজ করিতে রাজ্য বিজেপি দল যেন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে বলিয়া বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু সংবাদে যাহা জানা যাইতেছে, তাহাতে কোন শুভ ইঙ্গিত মিলিতেছে না। রাজ্য বিজেপি দল তৃণমূল কংগ্রেস দলকে যেন সহ্য করিতে পারিতেছে না। এই মনকষাকষি যদি চলিতে থাকে, তবে তাহার পরিণাম শুভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তাঁহার সম্পর্কে কোনও রকম বিরূপ কটাক্ষকে আমল দেন নাই। রাজ্য বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস—উভয়েরই এখন বুঝা উচিত যে, তাঁহাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের যে মঙ্গল তাঁহারা করিতে চান, তাহার অতল সমাধি ঘটিবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

'কেমিস্ট্রি অনার্স সবাই ছেড়ে দিল' প্রসঙ্গে

মহাশয়, আপনার পত্রিকার ২৬শে ফাল্গুন সংখ্যায় "কেমিস্ট্রি অনার্স সবাই ছেড়ে দিল" —শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ পড়ে বড় বেদনাহত হলাম এবং আমাদের সামগ্রিক অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট ছাপ অনুভব করলাম। মনে নেই কার লেখায় যেন পড়েছি— "পরমাণুর মধ্যে দানবেরা খোঁজে ধ্বংসের বীজ আর দেবতারা সন্ধান করেন ছন্দময় বিশ্বলীলা।" একদা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে সব ঋষি মনীষীরা আবির্ভূত হয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলেছিলেন—"অমৃতস্য পুত্রাঃ।" তাঁদের কাছে জীবনের সমস্ত কর্মের ও সব রকমের জ্ঞান আহরণের পিছনে ছিল এক অমৃতলাভের স্পৃহা। কিন্তু জড়-বিজ্ঞান নিছক ভোগসর্বস্ব বিভিন্ন ও বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহের কাজেই মস্তিষ্ক নিয়োজনে অভিলাষী। যদিও আমাদের এই ভারত-ভূমির আধুনিকতম ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সচ্চিদানন্দের বন্ধন মুক্তির মধ্যেই সৃষ্টির অন্তিম পরিণতি দেখেছিলেন। কিন্তু আত্মার মুক্তির এই সাধনা আজ আর আমাদের মত তথাকথিত মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে না। তাই এই পথ গিয়েছে আগাছায় ভরে। মহৎ সাধনায় মানুষের মস্তিষ্কের সাথে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ আদর্শ রূপায়ণে হৃদয়বৃত্তির কোন যোগাযোগ নেই। তাই বর্তমান সভ্যতায় উল্লাস পেলেও শান্তি পায় না, ঐশ্বর্য্য পেলেও স্বপ্ন পায় না। মানুষ মানে বুঝি ভাল লোক, সজ্জনলোক, ভদ্রলোক। অর্থাৎ যার মান বা সম্মান সম্পর্কে হুঁশ আছে। শিক্ষা মানুষকে আরো ভাল করার উপায়। যাঁরা বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁদের চরিত্রে সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল অমৃতলাভের স্বপ্ন। কিন্তু তাঁরা হয়ে এলেন এক একটি ইনফরমেশন সেন্টার, এরাই শিক্ষক। ধন্য অধ্যাপক (শিক্ষক বললে ক্ষোভ হতে পারে) মহাশয়গণ, আপনারা না মানেন প্রাচ্য, না মানেন পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি। না আসেন সময়ে, না যান দেরীতে। কেবল মানেন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যে লক্ষ্যে একটা জাতির ধ্বংস কামনা করেছিল সেইটী। এক এক সময় মনে হয় কেন এখন আর ছাত্ররা শিক্ষকের পায়ের ধূলো নিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করতে চায় না। আমার মনে হয় তারা আর মনে করতে পারে না যে, শিক্ষক ওদের কল্যাণ কামনায় মুখর। বরং দেখে ছাত্ররা পড়াশোনা ছেড়ে যাক তবু ওদের দুঃখ নেই, কিন্তু যেন পাঁচ অঙ্কের পাওনা কোন ভাবে খর্বিত না হয়। তা নাহলে দু' বছরে কিছু করতে না পারার বেদনা তাদের মধ্যে প্রকাশিত হল না কেন? আর সমস্ত রাজনৈতিক দাদাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে মন চায় এই বলে যে, এও কি আপনাদের কাম্য ছিল? এর পরেও কি আপনারা অন্যের দেওয়াল ভরিয়ে প্রতিশ্রুতির তুফান তুলবেন? এর পরেও কি আপনারা বলতে পারবেন আপনারা দু' বছরে এমপি কোটা থেকে বা অন্য কোন গ্র্যান্ট কমিশনের কোটার মুখ কেন খুলতে পারলেন না বা কেন প্র্যাকটিক্যাল মেটিরিয়ালস্ না থাকা সত্ত্বেও অনার্স খুলে যাদের অনার্স পড়ার যোগ্যতা ও ইচ্ছা ছিল সেই আটজনকে পড়তে দিলেন না? আমি বেদনাহত আজ ঐ ক'জন ছাত্রের জন্যও শুধু নয়, দায়িত্বহীন ব্যক্তিরাও আমার ভাই বলে।

বেদনাহত—

১৬-৩-৯৮ আশিসকুমার ঘোষাল

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

তৃণমূলে ঢোকার ঢেউ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জমিদারীসুলভ কার্যকলাপে মানুষ সার্বিক-ভাবে ক্ষুব্ধ। আজ তাই কমরেডদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে এলাকায়। অন্যদিকে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সদস্য ধুলিয়ানের মহঃ ইসমাইল আমাদের প্রতিনিধির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে জানান—বাসুদেবপুরে কর্মীসভা বা অফিস উদ্বোধন ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি মন্তব্য করেন—বর্তমানে যেভাবে সিপিএম ফঃ ব্লক ও কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত কর্মীরা বেনোজলের মতো তৃণমূলে ঢুকছে—এটা শুভ লক্ষণ নয়। এই প্রসঙ্গে আরও খবর—রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রধান আবুল কাসেম ও কয়েকজন ছাড়া একরকম সবাই জোটবদ্ধ হয়ে তৃণমূলে যাচ্ছেন। ঐ অঞ্চলের কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য হবিবুর রহমান আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থী বলে জানা যায়। মির্জাপুর অঞ্চলের কংগ্রেসের প্রাক্তন উপপ্রধান গোপাল স্যাক (দেবব্রত), ঐ অঞ্চলের বাগপাড়া গ্রামের প্রভাবশালী কংগ্রেসী নাদির হোসেন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত খবর, মির্জাপুর এলাকায় ৩টি এবং গনকরে ১টি আসন বিজেপিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এলাকার দুটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(মেমো নং ও এস ডি, সি আর ও/৩২৩/৯৭) দেয়। তার পূর্বে কাউন্সিলের অফিসার (সি আর ও) ডি এন মুন্সি স্কুল পরিদর্শন করে জঙ্গিপুরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে মির্জাপুর স্কুলকে নির্বাচিত করেন এবং সেটা জেলা এডভাইসরি কমিটি কাউন্সিলকে জানিয়ে দেন। এতদসত্ত্বেও মির্জাপুর স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত করা হয়নি। মির্জাপুর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সুদূর কাবিলপুর, গৌরীপুর, বিষ্ণুডাঙ্গা, রাজারামপুর, পিলকী প্রভৃতি স্থান থেকে প্রত্যেক দিন গঙ্গা পেরিয়ে জঙ্গিপুর গার্লস পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে জঙ্গিপুর হাই স্কুলে যথাক্রমে ৭, ১১ ও ২৫ তারিখ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থির করা নিয়ে মিটিং চলে। ফলে পরীক্ষার্থীরা ২৫ মার্চের আগে এ্যাডমিট কার্ড পেলেও পরীক্ষা কেন্দ্র জানতে পারেননি। বহু বিতর্কের পর শেষ অবধি পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর মধ্যস্থতায় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থির হয়। এ ব্যাপারে মিটিং-এ কেবলমাত্র পুরপতিকে সেন্টার কমিটি উপস্থিত করাটা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের শিক্ষিকারা তাঁদের স্কুলকে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য সেন্টার করার দাবী জানানোয় ঐ স্কুলকে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচন করা যায়নি। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর সেন্টার কমিটির সেক্রেটারী জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জানান, আমি নিজে, সেন্টার ইনচার্জ কেশবচন্দ্র সরকার ও এস আই প্রশান্ত রায়চৌধুরী রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলকে সেন্টার নিতে অনুরোধ করলেও তাঁরা আমাদের কথা শোনেননি। যদিও এব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকার কোন অমত ছিল না। এমন কি রঘুনাথগঞ্জ গার্লসের শিক্ষিকারা ছাত্র পরীক্ষার্থী নেবে না বলে মহকুমা শাসক, সেন্টার কমিটির সেক্রেটারী ও ইনচার্জকে ডেপুটেশনও দেন। এছাড়া মির্জাপুর স্কুলকে কাউন্সিল উপযুক্ততার কোন চিঠি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে দেখাননি বা বীরেন্দ্রবাবুর কাছে কাউন্সিলও সে ব্যাপারে কোন চিঠি দেয়নি। বরং কাউন্সিল সেন্টার কমিটির কাছে জানান —বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকলে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ২/৩ কিলোমিটারের মধ্যেই যেন সব পরীক্ষা কেন্দ্র থাকে। তাই মির্জাপুর স্কুল সবদিক থেকে উপযুক্ত হলেও প্রধান সেন্টার থেকে দূরবর্তী হওয়ায় সেন্টার সেক্রেটারী নির্বাচিত করেননি। তাই শেষ পর্যন্ত জঙ্গিপুর গার্লসকেই নির্বাচন করতে বাধ্য হন। জঙ্গিপুর গার্লস ছাত্রছাত্রী উভয় পরীক্ষার্থীদের সেন্টার নিলেও রঘুনাথগঞ্জ গার্লস অস্বীকার করায় দাবীকে সেন্টার কমিটি মেনে নেওয়ায় অভিভাবক-মহল বিস্মিত।

নতুন টেণ্ডারেও আমুহা ঘাট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমবায় সমিতি। যেটি অদৃশ্য হাতে পরিচালনা করতেন জগন্নাথ চৌধুরী। অদৃশ্য অর্থে খাতা কলমে তাঁর কোন নাম না থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের সাথে বৈধ ও অবৈধ সমস্ত রকম বাণিজ্যিক সম্পর্ক থেকে ঘাট পারাপারের যাবতীয় ব্যবস্থার প্রথম ও শেষ কথা বলতেন শ্রীচৌধুরী। নৌকাডুবির পর থেকে এ বছরের গত ৩১ মার্চ অবধি কর্তৃপক্ষের আদেশ মোতাবেক জগদীশ মুন্দ্রা পারাপারের কাজ করেন। ইতি মধ্যে নতুন বছরের পারাপারের জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়। সংশ্লিষ্ট সকলে অবাক হয়ে দেখেন কর্তৃপক্ষ যে পাঁচ/ছয়খানি টেণ্ডার পেপার ইস্যু করেছেন সব কটির মাথাতেই জগন্নাথ চৌধুরী অবস্থান করছে। স্বাভাবিক নিয়মে কর্তৃপক্ষের পরোক্ষ সহায়তায় নতুন বোতলে পুরনো মদের মত চৌধুরীর নতুন সংস্থা—'সামসেরগঞ্জ থানা এবং সুতী থানা মাঝি কোঃ অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি' এ বছরের ১ এপ্রিল থেকে এক বছরের জন্য আমুহা ঘাটের ইজারাদারী পায়। নির্দিষ্ট দিনে এই সংস্থা নৌকা চালাতে গেলে গ্রামবাসীদের বাধা-দানের ফলে ঐ দিন পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। ঘাট চত্বরে উত্তেজনা দেখা যায়। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ অমুহা ঘাটে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে কোর্ট পরবর্তী আদেশ না দেওয়া অবধি স্থিতাবস্থা অর্থাৎ জগদীশ মুন্দ্রাকে ঘাট চালাবার আদেশ দেন।

বে-আইনী পিস্তল উদ্ধার

জঙ্গিপুর : গত ৩ এপ্রিল পুর এলাকার রঘুনাথপুরের মহঃ রফিকের বাড়ীতে হানা দিয়ে কলা গাছের ঝোঁপ থেকে রঘুনাথগঞ্জের পুলিশ পাঁচটি বে-আইনী পিস্তল উদ্ধার করে। এর মধ্যে একটি ডবল ব্যারেলের।

ছাত্রী ভর্তির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির রঘুনাথগঞ্জ শাখা গত ২৭ মার্চ স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার কাছে এক ডেপুটেশন দেয়। আগামী শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি এবং শহর ও গ্রামের ছাত্রীদের একভাবে দেখাই ছিল ডেপুটেশনের মূল উদ্দেশ্য।

গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১ এপ্রিল রাত ৮টা নাগাদ ফরাক্কা থানার তোফাপুরে হাজির বাগানে তারাপুর গ্রামের ইসমাইল সেখ নামে এক যুবক খুন হয়। দুষ্কৃতীরা গুলি করার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে বলে খবর। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই থেকে ফিটকিরি তৈরীর প্ল্যান্ট

ফরাক্কা : গত ২৩ মার্চ এনটিপিসি লাগোয়া লেবার কলোনীর কাছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই থেকে অ্যালাম বা ফিটকিরি তৈরীর কারখানার উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার বল্লিকীপ্রসাদ। এ ধরনের প্ল্যান্ট বিশ্বে প্রথম বলে জানা যায়। কারখানাটি স্থানীয় তিন ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ রায়, নরেশ জৈন ও কাজল সিনহা প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী করেন। তবে ফিটকিরি তৈরীর কাঁচামাল (ছাই) ও সমস্ত প্রকার টেকনোলজি বিনা মূল্যে এনটিপিসি সরবরাহ করবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় জমিও বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবসায়ীদের লীজে প্রদান করেছেন বলে জানা যায়। বিনিময়ে ব্যবসায়ীরা বিদ্যুৎকেন্দ্রকে স্বল্প দামে অ্যালাম সরবরাহ করবেন। গত ২৫ জুন '৯৭ এই কারখানাটির শিলান্যাস হয়। বর্তমানে এই কারখানা থেকে প্রায় ১৭ মেট্রিক টন অ্যালাম উৎপন্ন হবে বলে জানা যায়।

হারানো সংবাদ

তাঁতিপাড়া (অরঙ্গাবাদ) সার্বজনীন দুর্গাপূজার একখানি ১১৯৭৪·০০ টাকা মূল্যের T. D. R. হারিয়ে গেছে। তাহার নং ১৬৬৭৭ A/C No. ৬৬৭। উক্ত T. D. R. খানি শ্রীডাকুলাল দাস ও শ্রীকালীপদ দাস দুই নামে যৌথভাবে ছিল। জনসাধারণের নিকট আমাদের করুণ আবেদন যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে উপরোক্ত নাম ঠিকানায় পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ হইব।

এক ট্রাক খালাসির মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

নাকি তাদের কারও উপস্থিতির স্বাক্ষর নাই বলে প্রকাশ। এ ব্যাপারে ঘটনাস্থলের আশপাশের জনগণের নিকট শোনা যাচ্ছে প্রশাসনের মদতে নাকি ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মৃত খালাসির মৃতদেহ তাঁর আত্মীয়-স্বজন জলঙ্গীতে নিয়ে গিয়েছেন। ফরাক্কা ছাড়া চাঁদেরমোড়েও আর একটি অনুরূপ চেকপোষ্ট আছে। রেগুলেটেড মার্কেটের কর্মিরা সর্বত্র জোর জুলুম করে টাকা আদায় করে সরকারী খাতায় নামমাত্র জমা দেখিয়ে নিজেরা সব ভোগ করছে বলে অভিযোগ আছে। এই দুঃখজনক ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হলে সমস্ত কিছু ফাঁস হবে বলে ঐ অঞ্চলের ভুক্তভোগী মানুষের ধারণা।

বাংলাদেশী গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামবাসীরা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। হোটেল মালিক জানায়, ধৃত লোকটি রাণীনগর থানার সেখপাড়া গ্রামের। বেশ কয়েক বছর আগে সম্পত্তি হস্তান্তর করে বাংলাদেশে চলে যায়। বেশ কিছুদিন আগেও সে এখানে কিছু দিন ছিল। তদন্তের স্বার্থে আদালত তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ দেন। গত ৭ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ থানা আসামীকে নিয়ে তদন্তে উত্তর দিনাজপুরের করণদীঘিতে যায়।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

সততাই আমাদের মূলধন

জয়ন্ত বাঘিড়া — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
অচিন্ত্য মনিয়া — সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।